বিশেষ অফিসার নিয়োগ ঃ সংবিধানের ৩৩৮(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের সংবিধান প্রদত্ত সুযোগসুবিধা তত্ত্বাবধানের জন্য যে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হবে, তিনি ইঙ্গ-ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি তদারকি করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পেশ করবেন।

১৪.৫ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
The special provisions for Other Backward Classes (OBC)

ভারতীয় সংবিধানের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাজের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা। মূল সংবিধানে যে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা কেবল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, অন্য কোনো অনগ্রসর শ্রেণির জন্য নয়।

Scanned with CamScanner

তবে সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণিগুলির ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন নিয়োগের কথা বলা হয়।

সাধারণভাবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (O.B.C.) বলতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ছাড়া বাকি অনগ্রসর শ্রেণিকে বোঝায়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও, ঠিক কীসের ভিত্তিতে অনগ্রসরতার মানদণ্ড স্থিরীকৃত হবে সে ব্যাপারে সংবিধানে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। ফলে স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের দেশে 'অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণি' বলতে কাদের বোঝায়, সে সমস্যার সমাধান করা গেল না। সংবিধানে কিছু উল্লেখ না থাকায় অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসাবে কখনো শিক্ষাকে, কখনো বার্ষিক আয়কে, আবার কখনো জাতপাতকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

কোন্ মানদণ্ড প্রয়োগ করে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি চিহ্নিত করা হবে এ নিয়ে **গণপরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়।** শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, কে. টি. শাহ, এস. এল. সাক্সেনা প্রমুখ মনে করেছিলেন যে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণিদের চিহ্নিত করা উচিত। আবার অন্যেরা অর্থনৈতিক মানদণ্ড ছাড়াও অন্যসব মানদণ্ডের কথা তোলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে মতৈক্যে উপস্থিত হওয়া যায়নি বলে সংবিধানে বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কমিশন বসিয়ে তার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করার কথা বলা হয়।

অনগ্রসর শ্রেণিদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম যে কমিশনটি গঠন করে সেটি হল **কালেলকার কমিশন**। ১৯৫৩ সালে কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে কমিশনটি গঠিত হয়। কমিশন প্রধানত 'জাতিগত' ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণিদের চিহ্নিত করার কথা বলে। কমিশন বলেছিল সমাজের জাতপাত ব্যবস্থায় যাদের স্থান নিম্নস্তরে, যে জাতের বা গোষ্ঠীর বেশিরভাগ অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর, যাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক চাকরি করে এবং খুব কম সংখ্যক ব্যাবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তারা অনগ্রসর শ্রেণি বলে চিহ্নিত হবে। এই হিসাবে কমিশন প্রায় ২৩৯৯টি জাতিকে অনুন্নত শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করে।

কালেলকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন অনুন্নত জাতিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সালে এই সুপারিশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ হিসাবে বলা হয়, জাতিগত ভিত্তির চেয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণিদের বেছে নেওয়া উচিত ("It would be better to apply economic test than go by caste")।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিভাগের দ্বারাও মোটামুটিভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৬৩ সালে **এম. আর. বালাজি মামলায়** সুপ্রিমকোর্ট বলে যে, সামাজিক অনগ্রসরতার সংজ্ঞা হিসাবে অর্থনৈতিক অনুন্নতি বা দারিদ্র্যকেই প্রধান মাপকাঠি হিসাবে বেছে নেওয়া উচিত। অন্যান্য বিষয়, যেমন জাতিগত মর্যাদা, কাজের ধরন বা বৃত্তিগত মর্যাদা, বসবাসের জায়গা এগুলিকেও ধরতে হবে ; কিন্তু এগুলি প্রধান মানদণ্ড নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণি সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক চাপে কিছু কিছু রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী অনগ্রসর শ্রেণি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দেয়। এইভাবে **মহীশূর সরকার** কর্তৃক নিযুক্ত 'মহীশূর অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন' এবং **তামিলনাড়ু সরকার** কর্তৃক নিযুক্ত 'অনগ্রসর কমিশন' (Backward Commission) জাতপাতকেই অনগ্রসরতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।

অতঃপর অনুন্নত শ্রেণির সমস্যাটিকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের আমলে বিহারের **বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের** সভাপতিত্বে **'মণ্ডল কমিশন'** নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। অনগ্রসরতার মাত্রা ঠিক করার জন্য এই কমিশন ১১টি পরিমাপক (indicator) ঠিক করে। এর মধ্যে ৪টি সামাজিক, ৩টি শিক্ষাগত এবং ৪টি অর্থনৈতিক পরিমাপক। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিমাপক হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) যেসব জাতকে সমাজের অন্যান্য সদস্য অনুন্নত বলে মনে করে ;

(খ) যেসব শ্রেণি বা জাত মূলত কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ;

(গ) যেসব শ্রেণি বা জাতের মধ্যে শিক্ষায়তনে আদৌ যায় না এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা রাজ্যের গড় হিসাব অপেক্ষা ২৫ শতাংশ বেশি।

Scanned with CamScanner

(ঘ) যেসব শ্রেণি বা জাতের মধ্যে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম।

(ঙ) যেসব শ্রেণি বা জাতের মধ্যে পারিবারিক সম্পদ রাজ্যের গড় হারের ২৫ শতাংশের কম ;

(চ) যে শ্রেণি বা জাতের মধ্যে কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারীর সংখ্যা রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশের বেশি ;

(ছ) যে শ্রেণি বা জাতের পরিবার পিছু ভোগ্যপণ্যের জন্য ঋণ গ্রহণের পরিমাণ রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি।

এইসব পরিমাপকের ভিত্তিতে মণ্ডল কমিশন ভারতবর্ষের মোট ৩,৭৪৩টি জাত বা সম্প্রদায়কে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করে। অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য কমিশন ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ সুপারিশ করে।

মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে সারা দেশে বিতর্ক ও বিরোধিতা শুরু হয়। ঐকমত্যের অভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি অকার্যকর থেকে যায়। ১৯৮০ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করলেও, দীর্ঘ এক দশক পর ১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং-এর আমলে মণ্ডল কমিশনের কিছু সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনরায় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা কোর্টে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় যে, (১) অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা আইনসম্মত ; (২) সমস্তটা মিলিয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ৫০ শতাংশের বেশি হবে না ; (৩) অনগ্রসর শ্রেণিগুলির মধ্যে উচ্চতর অংশ (Creamy layer) সংরক্ষণের সুবিধা পাবে না ; (৪) পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রথা বেআইনি।

সুপ্রিমকোর্টের রায় এই বিতর্কের ওপর যবনিকা টেনে দেওয়ার বদলে নতুন করে সারা দেশব্যাপী আন্দোলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হল সুপ্রিমকোর্টের "উচ্চতর অংশ' (Creamy layer)-এর ধারণাটি। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা যারা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে তারাই বেশি ভোগ করে।

ভারতের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই হল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত লোক। শুধু সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতি সম্ভব হবে না। আমুল ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে এইসব শ্রেণিকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব বামফ্রন্ট সরকার অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতির ব্যাপারে সংরক্ষণের থেকে আমুল ভূমি সংস্কার কর্মসূচির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৪ সালের ২৯ শে জুন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমাজ পুনর্গঠনের হাতিয়ার হতে পারে না। নির্দিষ্ট অংশের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কখনও এটা একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয়তে যথার্থই বলা হয়েছে, "Reservations are no and cannot be a major means of restructuring society." আরও বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে জাতপাত প্রথা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতির হার বেড়ে চলবে যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি অব্যাহত থাকে ("....if the mania for reservation goes unchecked".)

Scanned with CamScanner